ধানের ব্লাস্ট রোগ দমনে
কৃষক ভাইদের করণীয়

ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজনিত অন্যতম রোগ। এ রোগ সকল মৌসুমেই হয়ে থাকে। ব্লাস্ট ধান গাছের পাতা, শীষ ও গিঁটে আক্রমণ করে।

ধান গাছের আক্রমণ প্রবণ পর্যায়

ব্লাস্ট রোগটি ধান গাছের চারা অবস্থা থেকে শুরু করে ধান পাকা পর্যন্ত যে কোন সময়ে হতে পারে। তবে চারা এবং ফুল আসা অবস্থায় এ রোগটি আক্রমণের প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়।

ব্লাস্ট রোগের অনুকূল আবহাওয়া

দিনের বেলায় গরম ও রাতে ঠান্ডা, শিশির ভেজা সকাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ঝড়ো আবহাওয়া এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এ রোগের জন্য খুবই উপযোগী। উল্লেখিত অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে আবাদকৃত ধানের জমিতে ব্যাপকভাবে ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়াও পটাশ সার কম ও নাইট্রোজেন বেশি ব্যবহার করলে ব্লাস্টের আক্রমণ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ

পাতা ব্লাস্ট

- পাতায় ছোট ডিম্বাকৃতির ধূসর বা সাদা দাগ পড়ে।
- দাগগুলোর চারিদিকে গাঢ় বাদামি বর্ণের হয়ে থাকে, পরবর্তীতে এ দাগ ধীরে ধীরে বড় হয়ে চোখের আকৃতি ধারণ করে।
- অনেকগুলো দাগ একত্রিত হয়ে পুরো পাতাটাই মেরে ফেলতে পারে।
- ব্যাপক আক্রমণে জমি পুড়ে যাওয়ার মতো মনে হয়।

গীট ব্লাস্ট

- ধান গাছের থোর বের হবার পূর্বে গাছের কান্ডের গিঁটে এবং খোল ও পাতার সংযোগ স্থলে কালো দাগ সৃষ্টি হয় এবং ঐ জায়গা পঁচিয়ে ফেলে।
- ফলে আক্রান্ত অংশ ভেঙ্গে যায় এবং উপরের অংশ ঝুলে থাকে। একে গিঁট ব্লাস্ট বলে।
- ব্যাপক আক্রমণে জমি পুড়ে যাওয়ার মতো মনে হয়।

শীষ ব্লাস্ট

- শীষ ব্লাস্টে শীষের গোঁড়ায় কালো দাগের সৃষ্টি হয়ে পঁচিয়ে ফেলে।
- ফলে শীষের গোঁড়ার চারিদিকে শুকিয়ে যায়, বীজ চিটা বা অপুষ্ট হয়।

রোগের আগে করণীয়

- ব্রিধান-২৮, ২৯ জাতের ধানে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। তাই এ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরবর্তী বছর থেকে এ জাত গুলির পরিবর্তে সহনশীল জাত যেমনঃ ব্রিধান-৮৮, ৮৯, ৯২ ইত্যাদি জাতের আবাদ করুন। উক্ত জাতের বীজ সংগ্রহের জন্য আপনার নিকটতস্থ এস.এম.ই অথবা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।
- আক্রান্ত জমির খড়কুটা পুড়িয়ে ফেলা এবং ছাই জমিতে মিশিয়ে দেওয়া।
- থায়োফানেট মিথাইল বা কার্বেন্ডাজিম নামক কার্যকরী উপাদান বিশিষ্ট ছত্রাকনাশক ১ লিটার পানিতে ৩ গ্রাম মিশিয়ে ১০-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে বীজ শোধন করে ব্যবহার করা।
- এ রোগের আশঙ্কা থাকলে জমিতে পটাশ সার দুইবার প্রয়োগ করা (জমি তৈরির সময় অর্ধেক এবং চারা রোপনের ১৫ দিন পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সময় অর্ধেক ব্যবহার করা)।

রোগাক্রান্ত মাঠে করণীয়

- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে পানি ধরে রাখুন।
- কুঁশি অবস্থায় এ রোগ দেখা দিলে ১৬ লিটার পানিতে ৪৮ গ্রাম হারে বাম্পার কুইক পটাশ জমিতে স্প্রে করুন অথবা বিঘা প্রতি ৫ কেজি হারে পটাশ সার প্রয়োগ করুন।
- ট্রপার/নেটিভো/সেলটিমা/বীর ৭০ wp অথবা যে কোন অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ৭-১০ দিনের ব্যবধানে দু'বার স্প্রে করুন।

বিস্তারিত জানার জন্য স্থানীয় উপসহকারি কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রচারে ঃ উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ
সংখ্যা ঃ ১৫,০০০ কপি

CamScanner